সমকাল

তারিখ: 17. DEC. 2017
পৃষ্ঠা: ৫ কলাম: ২

শতাধিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ

■ কাজী সাব্বির আহমেদ দীপু, *মুন্সীগঞ্জ*

বছরের পর বছর মুন্সীগঞ্জ জেলার ছয়টি উপজেলায় শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২০টি বিদ্যালয় ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পরিত্যক্ত ঘোষিতসহ এসব বিদ্যালয় ভবনে স্থান সংকটের কারণে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কমপক্ষে ২৫ হাজার শিশু শিক্ষার্থীর পাঠদান কার্যক্রম চলছে। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। এর সত্যতাও নিশ্চিত করেছেন জেলার ছয়টি উপজেলার একাধিক শিক্ষা কর্মকর্তা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে ভবনের তালিকা জেলা থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়। সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর নতুন ভবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিঠি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে পাঠানো হয়। এরপর নানা প্রক্রিয়া শেষে বরাদ্দ দেওয়ার পরই জেলা এলজিইডি কর্তৃপক্ষ প্রথম দফায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুরনো ভবনগুলো নিলাম করে ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা নেবে। এ কাজ শেষে দ্বিতীয় দফায় নতুন ভবনের কাজ শুরু করবে। একাধিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতেই কয়েক বছর পেরিয়ে যায়। আবার সরকার পরিবর্তন হলে প্রকল্পের কাজ মাঝপথে থেমেও যায়। ফলে বছরের পর বছর মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েই পরিত্যক্ত ঘোষিত বিদ্যালয়ের ভবনগুলোতেই হাজার হাজার শিশু শিক্ষার্থীর পাঠদান কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে।

মুন্সীগঞ্জে ২৫ হাজার শিক্ষার্থী ঝুঁকিতে

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, টঙ্গিবাড়ী উপজেলার ধামারণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একতলা ভবনটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। পরিত্যক্ত ঘোষণার ১০ বছর হলেও জায়গার অভাবে ভবনটিতে শিশু শ্রেণির পাঠদান কার্যক্রম ও শিক্ষকদের অফিস হিসেবে তিনটি কক্ষ ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০১৩ সালে উপজেলা প্রশাসন ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করলেও স্থান সংকটের অভাবে বাধ্য হয়ে সেখানে শিশু শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ছাদের বিমের পলেস্তারা খুলে জঙ ধরা রডগুলো বেরিয়ে আছে।

শিক্ষকরা জানান, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি কাজী সাব্বির আহমেদ দীপু নতুন ভবন নির্মাণের জন্য তৎপরতা শুরু করলে ২০১৬ সালে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের তালিকায় এ বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের বিষয়টি উল্লেখ করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ধামারণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় পাঁচটি বিদ্যালয় ভবন অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও ২৪টি বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে মোট ২৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ভবনের তালিকার চিঠি সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানান টঙ্গিবাড়ী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. হিটরালুজ্জামান। এদিকে, এরই মধ্যে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার ২৭টি বিদ্যালয়ের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, গজারিয়া উপজেলার ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় দুই হাজার শিশু শিক্ষার্থী ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান করছে। এর মধ্যে দুটি পরিত্যক্ত ও আটটি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ। বিদ্যালয়গুলোর ছাদসহ বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরায় যে কোনো সময় দুর্ঘটনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রাণহানি হওয়ার আশঙ্কা থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসের সংশ্লিষ্টরা। এ ছাড়া সিরাজদীখান উপজেলায় দুটি, শ্রীনগর উপজেলায় তিনটি, লৌহজং উপজেলায় চারটির অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এ ভবনগুলো কয়েক বছর আগে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি এ তিনটি উপজেলার আরও ২৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও অবকাঠামো সমস্যায় জর্জরিত থাকায় সেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে তালিকা করা হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পঞ্চানন বালা জানান, জেলার ছয়টি উপজেলায় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ দুই ক্যাটাগরিতে শতাধিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের তালিকা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এখন যাচাই-বাছাই করার কাজ চলছে। এর পরই চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...........
তারিখ...........
সিস্টেম এনালিস্ট
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি. এ.
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর